نحمده ونصلي علی رسوله الکریم　　　　　　وعلی عبده المسیح الموعود

পাক্ষিক

আহমদী

ত্রয়োদশ বর্ষ　　　　চতুর্দ্দশ সংখ্যা

বার্ষিক মূল্য—৪৲　　　　প্রতি কপি—⁄১৫

পত্র ও টাকা পাঠাইবার সময় গ্রাহক নম্বর লিখিতে ভুলিবেন না।

৩১শে মাহে ওফা—১৩২২ হিঃ, শঃ]　　——　　[৩১শে জুলাই, ১৯৪৩ ইং

আহমদীয়া সম্প্রদায়ের কর্ম্মকর্ত্তাগণের নব-নির্ব্বাচন আসিতেছে

আগামী ১৯৪৪ ইং সালের এপ্রিল মাসের জন্য প্রস্তুত হউন

(সদর আঞ্জুমান আহমদীয়ার নাজেরে আলা কর্ত্তৃক প্রচারিত নিয়মাবলী)

(বিগত ১৯৪১ ইং সনের ৩০শে মার্চ্চ ও ১২ই এপ্রিল, এবং ১৯৪৩ইং সনের ২৪শে জুন তারিখের দৈনিক 'আল্ ফজল' হইতে অনূদিত)

হজরত আমীরুল মোমেনীন খলিফাতুল মসিহ (আইঃ)র উপদেশ, যাহা ১৯৪০ ইং সালের ১লা আগষ্ট তারিখের আলফজল পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল তদনুযায়ী ১৯৪১ ইং সালের ২১শে জুন তারিখের ৩২১ নং রিজলিউশন নিম্ন লিখিত ভাবে সদর আঞ্জোমনে আহমদীয়ার "কাওয়ায়েদ ও জাওয়াবেতের" ৮১৮নং 'আলেফ' কায়দারূপে গৃহিত ও মঞ্জুরীকৃত হইয়াছে,—

"جو پریذیڈنٹ یا امیر یا سکرٹری ہیں ان کے لئے لازمی ہے کہ وہ کسی نہ کسی مجلس میں شامل ہوں- کوئی امیر نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی عمر کے لحاظ سے انصار اللہ یا خدام الاحمدیہ کا ممبر نہ ہو- کوئی پریذیڈنٹ نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی عمر کے لحاظ سے انصار اللہ یا خدام الاحمدیہ کا ممبر نہ ہو- اور کوئی سکرٹری نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی عمر کے لحاظ سے انصار اللہ یا خدام الاحمدیہ کا ممبر نہ ہو- اگر اس کی عمر ۱۵ سال سے اوپر اور چالیس سال سے کم ہے تو اس کے لئے خدام الاحمدیہ کا ممبر ہونا لازمی ہوگا اور اگر وہ چالیس سے اوپر ہے تو اس کے لئے انصار اللہ کا ممبر ہونا ضروری ہوگا-"

অর্থাৎ যিনি প্রেসিডেন্ট বা আমীর কিম্বা সেক্রেটারী হইবেন তাহার জন্য মজলিসে আনসারুল্লা বা খোদ্দামোল আহমদীয়া সমিতি দ্বয়ের মধ্যে কোন না কোন একটির মেম্বর হওয়া একান্ত প্রয়োজন হইবে। কারণ কেহ আমীর হইতে পারিবেন না যে পর্য্যন্ত তিনি তাহার বয়স অনুযায়ী আনসারুল্লাহ বা খোদ্দামোল আহমদীয়ার মেম্বর না হইবেন। কেহ প্রেসিডেন্ট হইতে পারিবেন না যে পর্য্যন্ত তিনি তাহার বয়স অনুযায়ী আনসারুল্লাহ বা খোদ্দামোল আহমদীয়ার মেম্বর না হইবেন। কেহ সেক্রেটারী হইতে পারিবেন না যে পর্য্যন্ত তিনি তাহার বয়স অনুযায়ী আনসারুল্লাহ বা খোদ্দামোল আহমদীয়ার মেম্বর না হইবেন। যদি তাহাদের বয়স ১৫ বৎসরের উপর ও ৪০ বৎসর হইতে কম হয় তবে তাহাকে খোদ্দামোল আহমদীয়ার মেম্বর এবং ৪০ বৎসর হইতে ঊর্দ্ধ বয়স্ক হইলে তাহাদিগকে আনসারুল্লার মেম্বর হইতে হইবে। (আলফজল ২৪ জুন ১৯৪৩ ইং)।

১। কেবল নিম্ন লিখিত কর্ম্ম-কর্ত্তাগণের মঞ্জুরীর জন্য নির্ব্বাচন-রিপোর্ট সদর আঞ্জোমনে আহমদীয়ায় প্রেরণ করিতে হইবে, যথা—আমীর, নায়েবে আমীর, প্রেসিডেন্ট, ভাইস প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারী তবলীগ, সেক্রেটারী তালিম ও তরবিয়ত, সেক্রেটারী উমুরে আম্মা, সেক্রেটারী উমুরে-খারেজা, সেক্রেটারী জেয়াফত, সেক্রেটারী মাল, সেক্রেটারী তালিফ ও তসনিফ, সেক্রেটারী জিয়াফত, অডিটার, আমীন, এবং মোহাসেব।

২। যদি কোথাও নায়েবে আমীর বা ভাইস প্রেসিডেন্ট ছাড়া উল্লেখিত কর্ম্মকর্ত্তাদের সহকারীর প্রয়োজন হয় তবে তাহাদের নির্ব্বাচন ও মঞ্জুরী স্থানীয় আঞ্জুমনই স্বয়ং করিতে পারিবে, সদর আঞ্জুমনে তাহাদের নির্ব্বাচন-রিপোর্ট পাঠাইবার কোনই প্রয়োজন হইবে না।

৩। মোহাসছেল অর্থাৎ চাঁদা আদায়কারী স্থানীয় আঞ্জুমনই নিযুক্ত করিতে পারে কিন্তু তাহা সদর আঞ্জোমনের নাজের সাহেব বয়তুল মালকে জানাইতে হইবে। তিনি প্রয়োজন মনে করিলে উহা পরিবর্ত্তনও করিতে পারিবেন।

৪। স্থানীয় ইমামুস-ছালাত ও স্থানীয় কাজী নির্ব্বাচন-রিপোর্ট সংশ্লিষ্ট নাজেরের মারফত হজরত আমীরুল মোমেনীন খলিফাতুল মসিহ (আইঃ)র মঞ্জুরী লওয়া প্রয়োজন হইবে ; অর্থাৎ ইমামুস-ছালাতের মঞ্জুরী সদর আঞ্জোমনের নাজেরে তা'লিম ও তরবিয়তের মারফত এবং কাজীর মঞ্জুরী নাজেরে উমুরে আম্মার মারফত লইতে হইবে।

৫। ইমামত করা আমীর ও প্রেসিডেন্টের কর্ত্তব্য। যদি কোথাও তাহারা ইমামত করিতে না পারেন তবে ইমামুস-ছালাত নিযুক্ত করা যাইতে পারে। সাময়ীক ভাবে ইমামুস-ছালাতের নিয়োগ স্থানীয় আমীর বা প্রেসিডেন্টই করিতে পারেন। স্থায়ী ভাবে নিযুক্ত করিতে হইলে সদর আঞ্জোমনের নাজেরে তালিম ও তরবীয়তের মারফত হজরত আমীরুল মোমেনীনের মঞ্জুরীর প্রয়োজন হইবে।

৬। প্রেসিডেন্ট ঐ সকল জমাতেই নির্ব্বাচিত হইবে যে সকল জমাতে আমীর নিযুক্ত না হয়। ঠিক এই ভাবেই যে সকল জমাতে জেনারেল সেক্রেটারীর বিশেষ প্রয়োজন না থাকে ঐ সকল জমাতে জেনারেল সেক্রেটারীর নির্ব্বাচন না করাই শ্রেয়ঃ।

৭। আমীর ও নায়েবে আমীরের মঞ্জুরী স্বয়ং হজরত আমীরুল মোমেনীন খলিফাতুল মসিহ (আইঃ) করিয়া থাকেন ও অন্যান্য কর্ম্মকর্ত্তাদের মঞ্জুরী সদর আঞ্জোমনের নাজেরে আলা বা সংশ্লিষ্ট নাজের সাহেব করিয়া থাকেন। এই নিমিত্ত আমীর ও নায়েবে আমীরের নির্ব্বাচন-রিপোর্ট অন্যান্য কর্ম্মকর্ত্তাদের নির্ব্বাচন-রিপোর্ট হইতে সম্পূর্ণ পৃথক কাগজে হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

হজরত আমীরুল-মোমেনীনের (আইঃ) ফয়সলা

বিগত ১৯৩৮ ইং সালের মজলিসে শোরার সদস্যগণের মতামত গ্রহণের পর হজরত আমীরুল মোমেনীন খলিফাতুল মসিহ (আইঃ) আমীর নির্ব্বাচন সম্পর্কে নিম্ন লিখিত রূপ ফয়সলা করেন,—

"آیندہ امارت کے انتخاب کے لئے یہ قاعدہ ہوگا کہ جہاں چالیس یا اس سے زیادہ چندہ دہندہ ممبر ہوں وہاں کی جماعت کے امیر کا انتخاب بلاواسطہ نہ ہوگا بلکہ ایک مجلس انتخاب کے ذریعہ سے ہوگا جسکے ممبروں کو چندہ دہندگان حسب قواعد منتخب کیا کریں گے) اس کے بقیہ تفصیلات صدر انجمن احمدیہ طے کرےگی) علاوہ ان ممبران مجلس انتخاب کے تمام مقامی صحابی اور تمام چندہ دہندگان مقامی ممبر جن کے عمر ساٹھہ سال سے زائد ہو اس انتخاب میں حصہ لینے کے حقدار ہونگے-"

অর্থাৎ ভবিষ্যতে আমীর নির্ব্বাচনে এই নীতি অবলম্বন করিতে হইবে যে, যে স্থানে ৪০ কিম্বা ইহা হইতে অধিক সংখ্যক চাঁদা-দাতা মেম্বর হইবে সেই স্থানে আমীরের নির্ব্বাচন, সাধারণভাবে আহমদীদের মতামত নিয়াই করা হইবে না, বরং নির্ব্বাচন-কমিটি গঠন করিয়া তাহার সাহায্যে করিতে হইবে। ইহার মেম্বর চাঁদা-দাতাদের মধ্য হইতে সদর আঞ্জোমনের নিয়মাবলী অনুযায়ী নির্ব্বাচন করিতে হইবে (ইহার বিস্তারিত নীতি সদর আঞ্জোমনে আহমদীয়া মীমাংসা করিয়া লইবেন)। এই কমিটির নির্ব্বাচিত মেম্বরগণ ছাড়া চাঁদা-দাতা মেম্বরদের মধ্যে স্থানীয় ছাহাবিগণ ও যাহাদের বয়স ৬০ বৎসরের উর্দ্ধে তাহারা নির্ব্বাচন ব্যতিরেকেই নির্ব্বাচন কমিটির মেম্বর হইতে পারিবেন।

(আলফজল, ৩০শে মার্চ্চ, ১৯৪১ ইং)।

হজরত আমীরুল মোমেনীন খলিফাতুল মসিহ (আই)র উক্ত মীমাংসা নিম্ন লিখিত বিষয় গুলির প্রতি নির্দ্দেশ করিতেছে যথা—

(ক) উল্লিখিত নির্ব্বাচন-কমিটি কেবল ঐ সকল আমীরের হালকায় প্রযোজ্য হইবে যে স্থানে ৪০ কিম্বা ততোধিক চাঁদা-দাতা মেম্বর থাকিবেন।

(খ) যে সকল হালকায় ৪০ কিম্বা ততোধিক চাঁদা-দাতা মেম্বর থাকিবেন ঐ সকল হালকায় আমীরের নির্ব্বাচন, নির্ব্বাচন কমিটির মেম্বারদের ভোট নিয়া করিতে হইবে।

(গ) নির্ব্বাচন কমিটির মেম্বরগণের নির্ব্বাচনও সদর আঞ্জুমনে আহমদীয়ার নির্দ্ধারিত নিয়মানুযায়ী চাঁদা-দাতা মেম্বরগণ হইতে নির্ব্বাচন করিতে হইবে।

(ঘ) নির্ব্বাচন কমিটির নির্ব্বাচিত মেম্বর ছাড়া নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণও মেম্বর হইতে পারিবেন,—

(i) যে হালকায় আমীর নির্ব্বাচন করা হইবে ঐ হালকায় চাঁদা-দাতাগণের মধ্যে হজরত মসিহে মাওউদ (আঃ)র কোন ছাহাবী থাকিলে তিনি নির্ব্বাচন ব্যতীরেকেই ঐ নির্ব্বাচন কমিটির মেম্বর হইতে পারিবেন।

(ii) যে যে হালকায় আমীর নির্ব্বাচন করা হইবে সেই সেই হালকায় চাঁদা-দাতা মেম্বরদের মধ্যে ৬০ বৎসর হইতে উর্দ্ধ বয়স্ক মেম্বর থাকিলে, তিনিও নির্ব্বাচন ব্যাতিরেকেই নির্ব্বাচন কমিটির মেম্বর হইতে পারিবেন।

বিস্তারিত নিয়মাবলী

বিগত ১৯৪০ ইং সালের ১৮ই ডিসেম্বর তারিখে সদর আঞ্জুমনে আহমদীয়ার ১৪০ নং রিজলিউশন দ্বারা আমীরের নির্ব্বাচনের যে ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং যাহা হজরত আমীরুল মোমেনীন (আইঃ) মঞ্জুর করিয়াছেন তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল,—

১। (ক) যে সকল হালকায় ৪০ হইতে ১০০ পর্য্যন্ত চাঁদা-দাতা মেম্বর আছেন, ঐ সকল হালকায় হজরত মসিহে মাওউদ (আঃ)র ছাহাবী ও ৬০ বৎসরের উর্দ্ধ বয়স্ক চাঁদা-দাতা মেম্বর ছাড়া হালকার অন্যান্য চাঁদা-দাতা মেম্বর হইতে মোট ১১ জন আমীর-নির্ব্বাচন-কমিটির মেম্বর হইতে পারিবেন।

(খ) যে সকল হালকায় ১০০ হইতে ২০০ পর্য্যন্ত চাঁদা-দাতা মেম্বর থাকিবেন ঐ সকল হালকায় হজরত মসিহে মাওউদ (আঃ)র ছাহাবী ও ৬০ বৎসরের উর্দ্ধ বয়স্ক চাঁদা-দাতা মেম্বর

ছাড়া হালকার অন্যান্য চাঁদা দাতা মেম্বর হইতে মোট ১৫ জন আমীর-নির্বাচন-কমিটির মেম্বার হইতে পারিবেন।

(গ) যে সকল হালকার ২০০ হইতে ততোধিক চাঁদাদাতা মেম্বর থাকিবেন ঐ সকল হালকার হজরত মসিহে মাওউদ (আঃ) এর ছাহাবী ও ৬০ বৎসরের ঊর্দ্ধ বয়স্ক চাঁদা দাতা মেম্বর ছাড়া হালকার অন্যান্য চাঁদা দাতা মেম্বর হইতে মোট ২১ জন আমীর-নির্বাচন-কমিটির মেম্বার হইতে পারিবেন।

২। চাঁদা-দাতা শব্দে ঐ সমস্ত মেম্বর বুঝায় যাহারা রীতিমত চাঁদা আদায় করে এবং যাহাদের চাঁদা ছয় মাসের অধিক বকেয়া নাই। তাহারা অসিয়তকারীই হউক আর গয়ের-অসিয়তকারীই হউক কিম্বা হজরত মসিহে মাওউদ (আঃ)র ছাহাবীই হউক না কেন সকলের প্রতিই ইহা প্রয়োগ করা হইবে।

৩। কিন্তু কোন বকেয়াদার যদি সংশ্লিষ্ট দপ্তর হইতে অর্থাৎ সদর আঞ্জোমনের বয়তুল-মালের নাজের সাহেব হইতে, বকেয়া চাঁদার আদায় করা সম্বন্ধে কোন নির্দ্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত সময় লইয়া থাকেন তবে ঐ সময় শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি চাঁদা-দাতা গণের মধ্যেই গণ্য হইবেন।

৪। স্থানীয় জমাতের কোন মেম্বরের যদি ছয় মাসের চাঁদা বাকী থাকে এবং তিনি তাহা আদায়ের জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তর হইতে কোন নির্দ্দিষ্ট সময় মঞ্জুর না করাইয়া থাকেন তবে আঞ্জোমনের কোন কর্ম্মকর্ত্তার পদের বা আমীর-নির্বাচন-কমিটির মেম্বর হইতে তিনি পারিবেন না।

৫। নির্ব্বাচন কমিটির নির্ব্বাচিত চাঁদা-দাতা মেম্বরদের সংখ্যা উক্ত নিয়মাবলীর অন্তরর্ভুক্ত পূর্ণ রাখিতে মোকামী জমাতের কর্ত্তব্য হইবে।

৬। নির্ব্বাচন কমিটির কোন মেম্বরের মৃত্যু হইলে বা নির্দ্ধারিত এলাকা হইতে তিনি স্থানান্তরিত হইলে বা কোন কারণ বশতঃ মেম্বর পদ হইতে বঞ্চিত হইয়া পড়িলে তাহার সংবাদ অবিলম্বে নাজেরে আলাকে জানাইতে হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার স্থলবর্ত্তী মেম্বর নির্ব্বাচন করিয়া মঞ্জুরীর জন্য নাজের আলার নিকট পাঠাইতে হইবে।

৭। নির্ব্বাচন-কমিটির নির্দ্ধারিত মেম্বরদের অর্দ্ধেক মেম্বর উপস্থিত হইলেই আঞ্জুমনের কর্ম্মকর্ত্তাগণের নির্ব্বাচন কার্য্য হইতে পারিবে।

৮। নির্ব্বাচন-কমিটির উপস্থিত মেম্বরদের অধিকাংশের মতানুযায়ী কমিটির বৈঠকের প্রেসিডেন্ট নির্দ্ধারণ করিয়া সভার কার্য্য পরিচালনা করিতে হইবে।

৯। আমীর-নির্ব্বাচন-কমিটির মেম্বরগণ নির্ব্বাচিত হইলে তাহার তালিকা মঞ্জুরীর জন্য নাজেরে আলার দপ্তরে পাঠাইতে হইবে।

১০। নির্ব্বাচন-কমিটির কার্য্য-প্রণালীর মঞ্জুরীর জন্যই হউক বা ইহার বিষয় জ্ঞাত করাইবার উদ্দেশ্যেই হউক সকল অবস্থায়ই উপস্থিত মেম্বরদের স্বাক্ষর বা টিপ সহি সহ সদর আঞ্জোমনে পাঠাইতে হইবে এবং মেম্বরদের বর্ত্তমান পূর্ণ ঠিকানা পরিষ্কার অক্ষরে লিখিতে হইবে।

১১। মোকামী বা প্রাদেশিক আঞ্জুমনের আমীর উক্ত নিয়মানুযায়ী নির্ব্বাচিত হইবে।

১২। আমীর নির্বাচনে নিম্ন লিখিত বিষয়ের প্রতি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখিতে হইবে, যথা:—

(ক) আমীর-নির্ব্বাচন রিপোর্টে যথাসম্ভব একই নাম উল্লেখ না করিয়া দুই বা তিনটি নাম উল্লেখ করিতে হইবে।

(খ) প্রত্যেক নির্ব্বাচিত ব্যক্তির নামের সহিত ভোটের সংখ্যা উল্লেখ করিতে হইবে।

(গ) ভোট প্রাপ্ত ব্যক্তিদের বয়েতের সন, ধার্ম্মিকতা ও ইন্তেজামী বিষয়ের যোগ্যতা, বয়স ও ব্যবসা ইত্যাদি লিখিতে হইবে।

(ঘ) নির্ব্বাচন রিপোর্টে জমাতের সমস্ত লোকের সংখ্যা নিম্নলিখিত ভাবে লিখিতে হইবে :—

(i) বালক অর্থাৎ ১৮ হইতে ঊর্দ্ধ বয়স্ক লোকের সংখ্যা ;

(ii) ১৮ হইতে নিম্ন বয়স্ক বালক বালিকার সংখ্যা ; এবং

(iii) ১৮ হইতে ঊর্দ্ধ বয়স্ক স্ত্রীলোকদের সংখ্যা।

(ঙ) যদি কোন জমাতে সর্ব্বসম্মতিক্রমে একজনকেই নির্ব্বাচন করা হয় তবে তাহা রিপোর্টে বিস্তারিত ভাবে উল্লেখ করিতে হইবে।

(চ) নির্ব্বাচন কালে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, একই ব্যক্তিকে যেন বিভিন্ন পদে নির্বাচন করা না হয়। যদি বিশেষ কোন কারণ বশতঃ একই ব্যক্তিকে বিভিন্ন পদে নির্ব্বাচন করিতে হয়, তবে তাহার কারণ বিস্তারিত ভাবে রিপোর্টে লিখিতে হইবে।

(ছ) আমীর বা অন্য কোন কর্ম্মকর্ত্তাদের নির্ব্বাচনে প্রোপাগেণ্ডা হওয়ার অভিযোগ হইলে এবং তাহা তদন্তক্রমে সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইলে, ঐ ব্যক্তির নির্ব্বাচন রিপোর্টকে ৮৬১নং কায়দা মতে ও হজরত আমীরুল মোমেনীন খলিফাতুল মসিহের (আইঃ) নির্দ্দেশ মত নাকচ করা হইবে, এবং যাহারা প্রোপাগেণ্ডা করিয়াছেন বলিয়া প্রমাণিত হইবে তাহাদিগের প্রতি কঠোর ব্যবস্থা করা হইবে এবং তাহারা পরবর্ত্তী নির্ব্বাচনে অংশ গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

১৩। যদি কোন বকেয়াদারকে বাধ্য হইয়া কর্ম্মকর্ত্তা নিযুক্ত করিতে হয় তবে সেই নির্ব্বাচিত কর্ম্মকর্ত্তা হইতে লিখিত ভাবে প্রতিশ্রুতি নিতে হইবে যে, তিনি কোন সঙ্গত ব্যবস্থা অনুযায়ী তাহার বকেয়া চাঁদা রীতিমত আদায় করিতে থাকিবেন এবং এই ব্যবস্থার মঞ্জুরী স্থানীয় আমীর বা প্রেসিডেন্টের মারফত নাজেরে বয়তুলমাল হইতে এবং অসিয়তকারী হইলে নাজারতে বেহেস্তি মকবেরা হইতে মঞ্জুরী লইতে হইবে।

১৪। যদি কোন বকেয়াদার তাহার বকেয়া আদায় করিতে অক্ষম হয় তবে বিস্তারিত অবস্থা জানাইয়া নাজেরে বয়তুলমাল হইতে মাফ লইতে হইবে। কিন্তু ঐ সমস্ত অসিয়তকারীদের মাফ দেওয়া হইবে না যাহাদের বকায়া সম্বন্ধে হজরত আমীরুল মোমেনীন (আইঃ) স্বয়ং মীমাংসা করিয়াছেন।

১৫। নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণ কোন নির্ব্বাচনেই ভোট দিবার যোগ্য নহেন :—

(ক) যাহাদের চাঁদা সদর আঞ্জোমনের মঞ্জুরী ব্যতীত তিন বৎসর পর্য্যন্ত বকেয়া পড়িয়াছে অথচ তাহা তাহারা আদায় করিতেছেন না।

(খ) স্ত্রী লোক।

(গ) ১৮ বৎসর হইতে কম বয়স্ক বালক।

১৬। আমীরের সাহায্যার্থ কোন কমিটি গঠন করিতে হইলে ইহার মেম্বারগণের জন্যও উক্ত নিয়ম প্রযোজ্য হইবে।

১৭। নির্ব্বাচন কার্য্যে নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে—

(ক) যিনি যে কাজ করিবার যোগ্য তাহাকে সেই কাজের জন্যই যেন নির্ব্বাচন করা হয়।

(খ) নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে যেন কোন পদে নির্ব্বাচন না করা হয়।

(i) যাহাদের কোন অবসর নাই।

(ii) যাহারা অকর্ম্মণ্য ও শিথিল।

(iii) যাহারা মোখ্‌লেস্ নহে।

(iv) যাহারা শিষ্ট প্রকৃতি বিশিষ্ট নহে।

(v) যাহারা আদর্শ চরিত্র নহে।

১৮। নির্ব্বাচন রিপোর্টে ভোট দিবার যোগ্য লোকের মোট সংখ্যা এবং নির্ব্বাচন সময়ে তাহাদের মধ্যে কতজন উপস্থিত ছিলেন তাহাদের সংখ্যা উল্লেখ করিতে হইবে।

১৯। নির্ব্বাচন রিপোর্টে, নির্ব্বাচন সভার প্রেসিডেন্টের স্বাক্ষর ছাড়া এমন আরো দুই ব্যক্তির স্বাক্ষর লইতে হইবে যাহারা সভায় উপস্থিত ছিলেন অথচ তাহারা কোন পদের জন্য মনোনীত হন নাই।

২০। যদি কোন আঞ্জোমনে বা আমীরের হালকায়, অন্য কোন গ্রাম বা কোন জমাত সংশ্লিষ্ট থাকে তবে তাহা রিপোর্টে বিস্তারিত ভাবে লিখিতে হইবে যে ইহাতে উমুক উমুক জমাত বা গ্রাম একত্রে শামিল আছে, এবং এই আঞ্জোমনের কেন্দ্র-স্থান কোথায় ও কি নামে অবিহিত হইবে তাহাও লিখিতে হইবে।

২১। যদি কোন আঞ্জোমনে টেলিফোন থাকে তবে তাহার নম্বর এবং রেজেষ্টরী করা টেলিগ্রাফের ঠিকানা থাকিলে তাহাও নির্ব্বাচন রিপোর্টে উল্লেখ করিতে হইবে।

২২। যদি কোন আমীর বা প্রেসিডেন্ট তাহার সেক্রেটারী গণের নামীয় পত্রাদি তাহার মারফত লিখিতে ইচ্ছা করেন তবে তাহাও নির্ব্বাচন রিপোর্টে উল্লেখ করিতে হইবে।

২৩। নির্ব্বাচিত ব্যক্তিগণের নামের সহিত অবস্থা মত মৌলবী, মুন্সী, সৈয়দ, মীরজা, চৌধুরী, শেখ, বাবু, ডাক্তার, খান সাহেব, খান বাহাদূর প্রভৃতি উল্লেখ করিতে হইবে এবং চাকুরীজীবিদের পদেরও উল্লেখ করিতে হইবে।

২৪। নূতন কর্ম্মকর্ত্তাগণ মঞ্জুরীকৃত না হওয়া পর্য্যন্ত পূর্ব্ববর্ত্তী কর্ম্মকর্ত্তাগণই কাজ করিতে থাকিবেন।

২৫। নূতন কর্ম্মকর্ত্তাগণের মঞ্জুরী ঘোষিত হওয়ার পরই পূর্ব্ববর্ত্তী কর্ম্মকর্ত্তাগণ নূতন কর্ম্মকর্ত্তাগণকে বিস্তারিত ভাবে পূর্ণ রেকর্ড সহ আঞ্জুমনের চার্জ্জ বুঝাইয়া দিবেন, এবং চার্জ নিবার দুই সপ্তাহের মধ্যেই নূতন কর্ম্মকর্ত্তাগণকে পূর্ব্ববর্ত্তীদের নিকট হইতে বিগত বৎসরের রিপোর্ট নিয়া সংশ্লিষ্ট দফতরে পাঠাইতে হইবে নতুবা অবহেলায় বা কার্য্যের ত্রুটির দায়ীত্ব নূতন কর্ম্ম-কর্ত্তাগণের উপর পড়িবে।

নাজের আলা,
সদর আঞ্জোমনে আহমদীয়া,
কাদিয়ান, পাঞ্জাব।

প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন—কোরান শরিফে নবীদের কবিতা রচনা করাকে নিশেধ করা হইয়াছে কিন্তু হজরত মীরজা সাহেব বহু কবিতা রচনা করিয়াছেন। এমতাবস্থায় হজরত মীরজা সাহেব কি ভাবে নবী হইতে পারেন ?

উত্তর—কোরান শরিফে নবীদের কবিতা রচনা করার কোনই নিষেধ নাই বরং কোরান শরিফে আমরা কবিতার ছন্দে বহু কবিতা দেখিতে পাই যথা—

جاء الحق وزحق الباطل ٥ ان الباطل كان زهوقا

এবং হাদিস শরিফে দেখা যায় যে হুনায়েনের যুদ্ধের সময় হজরত মোহম্মদ (সাঃ) নিম্ন লিখিত কবিতাটি পাঠ করিয়াছেন যথা—

انا النبى لا كذب ٥ انا ابن عبد المطلب
(بخارى كتاب المغازى)

তবে কোরান শরিফে হজরত মোহম্মদ (সাঃ) সম্বন্ধে যে আসিয়াছে وما علمناه الشعر অর্থাৎ হজরত মোহম্মদ (সাঃ) কে কবিতা শিক্ষা দেওয়া হয় নাই। ইহার অর্থ যদি কেবল রচনাই বুঝায় তবে উল্লেখিত বর্ণনানুযায়ী মিথ্যা হইবে সুতরাং ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে হজরত রসূলে করিম (সাঃ) কে "কবিতা শিক্ষা দেওয়া হয় নাই" বাক্য দ্বারা অন্য কোন অর্থ প্রকাশ করা হইয়াছে কোরান শরিফের অন্য জায়গায় কবিতা সম্বন্ধে আল্লা তালা বলিয়াছেন যে,—

والشعراء يتبعهم الغاون O الم تر انهم فى كل واد يهيمون O
وانهم يقولون ما لا يفعلون O (الشعراء - اخرى ركوع)

অর্থাৎ "কবিরা ভ্রান্ত পথগামী হয়। তোমরা কি দেখ নাই যে তাহারা কল্পনার প্রান্তরে ঘুরিতে থাকে ও তাহারা যাহা বলে তাহা কার্য্যতঃ পাওয়া যায় না।" কিন্তু হজরত মীরজা সাহেবের কবিতায় এইরূপ কল্পিত বিষয় ও ভাষা বিদ্যমান নাই। সুতরাং কোরানের শিক্ষায় হজরত মীরজা সাহেবকে নবী হইতে কোনই প্রতিবন্ধক নাই।

জগৎ আমাদের

কাদিয়ান

হজরত আমীরুল মোমেনীন খলিফাতুল মসিহ (আইঃ) ডেলহোজী হইতে কাদিয়ান শরিফে প্রত্যাবর্তন করেন নাই। এখনও তাহার জ্বর মাঝে মাঝে আসে। কিন্তু ৯৯ ডিগ্রী হইতে উর্দ্ধে যায় না। বন্ধুগণ তাহার পূর্ণ স্বাস্থ্য লাভের জন্ম দোয়া করিতে থাকিবেন।

লণ্ডন

আল্লামা জালালুদ্দিন শামস সাহেব লণ্ডন হইতে এয়ারগ্রাফ যোগে যে রিপোর্ট পাঠাইয়াছেন তাহাতে তিনি জানাইয়াছেন যে, বিগত মাসে ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে ১১জন লোক আহমদীয়তের সুসমাচার জানিবার জন্ম লণ্ডনস্থ আহমদীয়া মছজিদে আসিয়া ছিলেন। তাহাদের সহিত নিম্নলিখিত বিষয়ে আলোচনা হইয়াছে যথা,—(১) বহু বিবাহ (২) ইসলামে স্ত্রীলোকের স্থান (৩) ইসলামের রাজনৈতিক শিক্ষা (৪) কাফফারা (৫) হজরত ইছা (আঃ)এর খোদারী, (৬) বহুকারিজ ও (৭) কাবাব বিন আশরাফের কতল হওয়া। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ আহমদীয়ৎ সম্বন্ধে পুস্তকাদি ক্রয় করিয়া নিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন কোন কোন ব্যক্তিকে টিচিংস অব ইসলাম ও আহমদীয়ৎ অর ট্রো ইসলাম নামক পুস্তক দ্বয় পড়াইয়া তবলীগী কার্য্য পরিচালন করা হইয়াছে। লিবিয়া সম্পর্কীত হজরত আমীরুল মোমেনীন (আইঃ) স্বপ্ন পূর্ণ হওয়া সম্পর্কে একখানা ইংরেজী বিজ্ঞান জন সাধারণে প্রচুর পরিমানে বিতরণ করা হইয়াছে এবং গোল্ডকোষ্ট, নাইজেরীয়া, সিয়ালিউন, নিরুবী, পেলেষ্টাইন, মিসর, আমেরিকা ও আর্জ্জেন্টাইন প্রভৃতি স্থানেও পাঠান হইয়াছে। ইহা লর্ড ব্রড্‌উড্ স্যার ষ্টেফর্ড ক্রিপ্স, মোণ্ট মরর্ণসি, লর্ড জিনলেণ্ড ও মিঃ আমেরী প্রভৃতি পাঠ করিয়া নিতান্ত আনন্দিত হইয়াছেন। মিঃ আমেরী এই ট্রাক্ট সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল,—যথা—Very interesting printed enclosure with its striking evidence of the spiritual insight and foresight of the leader of your Community. অর্থাৎ "আপনার পত্রের সঙ্গিয়, মুদ্রিত ট্রাক্ট খানা অত্যন্ত আনন্দদায়ক। আপনাদের সম্প্রদায়ের নেতার আধ্যাত্মিক গভীরতা ও ভবিষ্যৎ জ্ঞানের চিত্তাকর্ষক নিদর্শন বিশেষ।"

জাবা

বিগত ১২ই জুলাই রেড ক্রস কমিশনার হজরত আমীরুল মোমেনীন (আইঃ)র নিকট টেলিগ্রাম যোগে সংবাদ পৌছাইয়াছেন যে আহমদীয়া প্রচারক মৌলানা রহমত আলী সাহেব ও জাবার আহমদীয়া সম্প্রদায়ের সকল বন্ধুগণই মঙ্গলমতই আছেন।

সিঙ্গাপুর

বিগত ১১ই জুলাই সিমলাস্থিত রেড্ ক্রস সোসাইটি রেডিও যোগে সংবাদ পাইয়াছেন যে, আহমদী প্রচারক মৌলবী গোলাম হুসেন সাহেব সিঙ্গাপুরস্থিত সমস্ত আহমদী বন্ধুসহ মঙ্গল মতই আছেন ইহা রেডিও যন্ত্রের সাহায্যে তথা হইতে আহমদীদের অবগতির জন্ম ঘোষনা করা হইয়াছে।

অমৃত সহর

বিগত মাসে অমৃত সহরের অঞ্চলে, দয়ালগড়, দারেমগঞ্জ কোর্ট সৈয়দ মাহমুদ, হোসেনপুরা ও অমৃত সহর টাউনে প্রভৃতি স্থানে ৫টি তবলীগী সভা হইয়া গিয়াছে। প্রত্যেক স্থানেই গয়ের আহমদী পক্ষ ইট পাথর নিক্ষেপ ও লাঠি, কুচ, কুড়ালী ও তরবারী ইত্যাদি দ্বারা সভার কার্য্যে বাধা দিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন। আহমদী প্রচারকগণ আহমদীদিগকে বিরুদ্ধবাদীদের অত্যাচার ও অনাচারের কোন প্রতিবাদ না করিয়া নিরবে কষ্ট সহ্য ও ত্যাগ স্বীকার করিতে উপদেশ দিয়া সংযত রাখিতে সক্ষম হইয়াছেন। খোদার ফজলে সকল সভারই রীতিমত কার্য্য পরিচালিত হইয়াছে। কিন্তু গয়ের আহমদীরা উক্ত প্রকারের অন্যায় ও অত্যাচারের লীলা খেলা করিয়া কতিপয় আহমদীকে আহত করতঃ তাহারা ইসলামের শিক্ষা হইতে যে কতদূর সরিয়া পড়িয়াছে তাহা জগতকে দেখাইয়াছে। ফলে ৩ জন গয়ের আহমদী দয়ালগড়ের সভায় আহমদীয়া সম্প্রদায়ে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন।

গুজরাট

আহমদীয়া প্রচারক মৌলবী আবদুল গফুর সাহেব ও মৌলবী চেরাগদীন সাহেব গুজরাট জেলার অন্তর্গত চক-সেকান্দর, খারিয়াল, নওরং, ফতেহপুর ও আলমগড় প্রভৃতি স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া তবলীগী ও তালীমী কার্য্য পরিচালন করেন ও ১৩টি সভার অধিবেশন হয়। প্রত্যেক সভায়ই গয়ের আহমদী নর নারী সাগ্রহে যোগদান করিয়া সভা সমুহকে গৌরবমণ্ডীত করেন। এই তবলীগী পরিভ্রমনের মধ্যে ৩জন গয়ের আহমদী আহমদীয়া সম্প্রদায়ে দীক্ষা গ্রহণ করেন।

যুক্ত প্রদেশ

আহমদীয়া প্রচারক মৌলবী মোহম্মদ উমর সাহেবের নেতৃত্বাধিন যে তবলীগী ডিপুটেশন নাজেরে দাওত ও তবলীগের পক্ষ হইতে যুক্ত-প্রদেশে পরিভ্রমণ করিতেছেন তাহারা বিগত মাসে লক্ষ্ণৌ ও রায় বেরেলীর বিভিন্ন অঞ্চলে তবলীগী কার্য্য পরিচালন করিতেছেন। সাধারণ তবলীগ ছাড়া বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে ডিপুটি কমিশনার লক্ষ্ণৌ, রাজা সাহেব কোটওয়ারা, রাজা সাহেব সালিমপুর বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। জনাব সৈয়দ আরশাদ আলী সাহেবের সভাপতিত্বে একটি বিরাট সভা যাহাতে সহস্রাধিক লোক সমবেত হইয়াছিল ও শ্রোতাদের সুবিধার জন্ম লাউডস্পিকারের সুব্যবস্থা করা ছিল। সন্ধ্যার পর সভায় ম্যাজিক লণ্ঠনের সাহায্যে বক্তৃতা প্রদান করা হইয়াছে। রায়-বেরেলীতেও বড় বড় সভা ও ব্যক্তিগত ভাবে সাক্ষাৎ করিয়া তবলীগী কার্য্য পরিচালন করা হইয়াছে।

Regd. No. C.—1356
The Fortnightly Ahmadi
4, Bakshi Bazar Rd., Dacca
Dated, the 31st July 1943.

শেখওয়াপুরা

মৌলবী কাজী মোহম্মদ নজীর সাহেব ও মৌলবী আবদুল কাদের সাহেবদ্বয়ের নেতৃত্যাধিনে একটি তবলীগী ডিপোটেশন এই জেলায় দৌলতপুর, করতো, বেদাদপুর, মরিদকে, কলছিয়া ও শেখওয়াপুরা টাউন প্রভৃতি স্থানে পরিভ্রমন করিয়া দেখাসাক্ষাৎ ও বক্তৃতা দ্বারা আহমদীয়তের সুসমাচার পৌছান হইয়াছে।

বঙ্গদেশে খাছ তবলীগী তাহরীকের প্রতিশ্রুতি প্রাপ্ত

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বঙ্গদেশে খাছ-তবলীগ বিষয়ে আপীল প্রচারের পর আমরা ৩১শে জুলাই পর্য্যন্ত নিম্ন লিখিতরূপ চাঁদার প্রতিশ্রুতি পাইয়াছি। আশা করি অন্যান্য বন্ধুগণ এই বিষয়ে আপন আপন প্রতিশ্রুতি অতি সত্বর পাঠাইবেন এবং প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী টাকাও যথাসম্ভব শীঘ্র পাঠাইয়া বাধিত করিবেন যেন উক্তরূপ তবলীগ বঙ্গদেশে অতি সত্বর আরম্ভ হইতে পারে—

৬। মৌলবী মীর রফিক আলী, এম-এ, বি-টি, ভোলা— ১৫৲
৭। মিসেস মীর রফিক আলী— ১০৲
৮। মির্জ্জা আশরফ উদ্দিন লস্কর, ঘাটুরা— ১০৲
৯। মিঃ ছৈয়দ নুরুল আলম ও তদীয় ভ্রাতাগণ, তাতারকান্দি—১০৲
১০। মৌলবী হাশেম উদ্দিন আহমদ, বীর পাইকশা— ১০৲
১১। ডাঃ তোফেল উদ্দিন আহমদ, পটুয়াখালি আঞ্জোমনে আহমদীয়ার পক্ষ হইতে— ১০৲
১২। মিসেস মীর সেকান্দর আলী, সরাইল— ১০৲
১৩। „ „ হবিব আলী, „ — ১০৲
১৪। „ „ মহবুব আলী, „ — ১০৲
১৫। মিসেস আবদুল লতিফ ও তদীয় কনিষ্ঠা কন্যা মোসাম্মত মোহসেনা বেগম, চট্টগ্রাম— ১৫৲
১৬। মৌলবী মীর উসমান আলী সাহেব, সরাইল— ১০৲

মোট— ১২০৲

ইজা———১২০৲

১৭। মৌলবী আবদুর রাহমান উঃ চান্দ মিঞা সাহেব, সরাইল— ১০৲
১৮। মাষ্টার আবদুল মতালেব, সরাইল— ১০৲
১৯। মিঃ গোলাম আহমদ খাঁ, চট্টগ্রাম— ১০৲
২০। ঐ চট্টগ্রাম আঞ্জোমনে আহমদীয়ার পক্ষ হইতে—১০৲
২১। „ আশেক উল্লাহ শিকদার, করাচী— ১০৲
২২। „ জিনত আলী ভূঞা, বি-এ, চট্টগ্রাম— ১০৲
২৩। „ মনির উদ্দিন আহমদ, পুলিস ইনস্পেক্টর, শ্রীনগর— ৫০৲
২৪। মৌলবী ছৈয়দ নুরুল হক্ সাহেব, ধর্ম্মনগর আঞ্জোমনে আহমদীয়ার পক্ষ হইতে— ১০৲
২৫। মুন্সি আবদুর রাহমান সাহেব, ক্ষুদ্র ব্রাহ্মণবাড়ীয়া— ১০৲
২৬। মৌলবী মোহাম্মদ তালেব হুসেন সাহেব, প্রেমারচর আঞ্জুমন— ১০৲
২৭। মুন্সি আবদুল আজিজ সাহেব, শালগাঁও আঞ্জোমনের পক্ষ হইতে— ১০৲
২৮। মিসেস মোজাফরউদ্দিন, কাদিয়ান— ১০৲
২৯। মৌলবী গোলাম মৌলা খাদিম, দাৰ্জিলিং— ১৫৲
৩০। ডাঃ মোহাম্মদ ইউছুফ, শরুদোনা— ১০৲
৩১। মৌলবী আবু মুসা মোহাম্মদ ফজলুল করিম, জামুয়া আঞ্জোমন আহমদীয়া— ২৮৷৹
৩২। হাবিলদার আবদুল আলী, ২১নং এডভান্স বেইজ পোঃ, আঃ,— ১০৲

মোট— ৩৪৩৷৹

বিগত আহমদীতে প্রকাশিত প্রতিশ্রুতির মোট— ৫২০৲

সর্ব্বমোট— ৮৬৩৷৹

(ক্রমশঃ)

জেনারেল সেক্রেটারী,
বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনে আহমদীয়া, ঢাকা।

অত্যাবশ্যকীয় জ্ঞাতব্য বিষয়

প্রত্যেক মোকামী আঞ্জোমনের কর্ম্মকর্ত্তাগণ অবিলম্বে নিজ নিজ আঞ্জোমনে, খোদ্দামোল আহমদীয়া, আনছারুল্লাহ ও মজলিসে আতফাল গঠন করিয়া মঞ্জুরীর জন্য বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনে আহমদীয়ার মারফত তাহার রিপোর্ট কাদিয়ানে প্রেরণ করুন। কারণ আগামীতে আঞ্জোমনের কর্ম্মকর্ত্তাগণের নির্ব্বাচন কালে ইহা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয় হইবে। এই সকল প্রতিষ্ঠানের উত্তম কার্য্যকারীগণকেই আঞ্জোমনের কর্ম্মকর্ত্তা নির্ব্বাচন করা হইবে।

ছৈয়দ সামীর আহমদ (মোবাল্লেগ)
এসিষ্টেণ্ট সেক্রেটারী বঃ প্রাঃ আঃ আঃ

Printed by D. N. Chakraborty at the Wari Printing Works, Dacca and Published & Edited by Abdur Rahman Khan B. L. from the War Printing Works, Wari, Dacca, (Bengal).